গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)
এডিবি-৫ অধিশাখা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
(www.erd.gov.bd; Fax:8113088)

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আজ ০৮ জুন ২০১৫ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর মধ্যে **'Third Primary Education Development Program (PEDP III)**-শীর্ষক কর্মসূচির জন্য ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (প্রায় ৯৩৬ কোটি টাকার) সহজ শর্তের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এডিবি'র এ ঋণ ইত:পূর্বে একই কর্মসুচির জন্য তার প্রদত্ত ৩২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত । এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য কার্যকর, যথাযথ ও শিশু-বান্ধব শিক্ষা নিশ্চিত করার উপযোগী একটি দক্ষ, ব্যাপক এবং সমতা-ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা হবে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে **জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন,** সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং এডিবি'র পক্ষে **Mr. Kazuhiko Higuchi,** Country Director বাংলাদেশ আবাসিক মিশন এ ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ কর্মসূচির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২০১১ সালে ধরা হয়েছিল ৮,৩৩৬.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ৭,২৮১.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৮৭.৪ শতাংশ) এবং প্রকল্প সহায়তা ১,০৫৫.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১২.৬ শতাংশ) যা এডিবি-সহ মোট ৯টি উন্নয়ন সহযোগীর Consortium যৌথভাবে বহন করছে । বর্তমানে এ কর্মসূচির সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ি প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৯,৮০৭.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭৬,৫০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ)। এর মধ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়ন ১,৭২২.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ৮,০৮৫.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে ইত:পূর্বে প্রতিশ্রুত ১,০৫৫.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত ৬৬৬.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে এডিবি ১২০.০০ (একশত বিশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও বিশ্বব্যাংক ৪০০.০০ (চার শত) মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ হিসাবে এবং ইউরোপিয় ইউনিয়ন ৪৬.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, গ্লোবাল পার্টনারশীপ ফর এডুকেশন ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ইউনিসেফ ০.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান (Grant) হিসাবে প্রদান করবে। বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তার জন্য ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং অন্যদের অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ অর্থ আলোচ্য কর্মসুচির উন্নয়ন ও রাজস্ব উভয় খাতে ব্যয় হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনপূর্বক এ মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

এ কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা হবে:

- সকলের জন্য উন্নত শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি নিশ্চিত করা;
- প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বজনীন অভিগম্যতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বৈষম্য হ্রাস;
- প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কার্যকর বিকেন্দ্রিকরণ; এবং
- প্রাথমিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন।

এডিবি কর্তৃক অতিরিক্ত হিসাবে প্রদেয় ১২০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ০৫ বছর রেয়াতি মেয়াদসহ ২৫ বছরে পরিশোধযোগ্য এবং সুদের হার ২% ।

এডিবি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এর সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে এ সংস্থা তাদের আর্থিক সহায়তার একটি বড় অংশ বাংলাদেশকে প্রদান করে আসছে। এডিবি এ যাবত বাংলাদেশকে ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক ঋণ-সহায়তা প্রদান করেছে। উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে এডিবি কর্তৃক প্রধানত বিদ্যুৎ, জ্বালানি, স্থানীয় সরকার, পরিবহন, শিক্ষা, কৃষি, পানি সম্পদ এবং সুশাসন সেক্টরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

****

০৮.০৬.২০১৫
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
উপ-সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার